Comune di Ancona

COMUNE DI ANCONA
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E SCOLASTICHE E COORDINAMENTO ATS 11

অংশগ্রহণমূলক অভিযোজন নির্দেশিকা

প্রিয় পরিবার,

ডে-কেয়ারে প্রথম প্রবেশ আপনার সন্তান এবং পুরো পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা: প্রথমবার আলাদা হওয়া, পারিবারিক পরিবেশের বাহিরে অন্য শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে পরিচিত হওয়া। ঠিক এই কারণেই এই সময়টি বিশেষ মনোযোগ ও কোমলতার দাবি রাখে।

আমাদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে অভিযোজন প্রক্রিয়াটি যেন ধাপে ধাপে এবং সম্মানজনকভাবে সম্পন্ন হয়, যেখানে শিশুর পাশাপাশি অভিভাবক হিসেবে আপনার প্রয়োজনগুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। একটি শিশু তখনই বেশি স্বস্তি অনুভব করে, যখন সে তার সঙ্গে থাকা ব্যক্তির মধ্যে শান্তি ও আস্থার উপস্থিতি অনুভব করে। পরিবেশ, শিক্ষাকর্মী, দৈনন্দিন রুটিন এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এই আস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

পরিবার ও শিক্ষকবৃন্দ একটি অভিন্ন লক্ষ্য ভাগ করে নেয়: শিশুর সার্বিক সুস্থতা। এই কারণে আমরা বিশ্বাস করি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষত বিচ্ছেদের এই সংবেদনশীল সময়ে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, পৌরসভার ডে-কেয়ারগুলো একটি নতুন অভিযোজন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যার নাম “অংশগ্রহণমূলক অভিযোজন” (তিন দিনব্যাপী অভিযোজন)। এই তিন দিনে আপনি এবং আপনার সন্তান একসাথে ডে-কেয়ারের দৈনন্দিন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন: অভ্যর্থনা, খেলা, পোশাক পরিবর্তন, দুপুরের খাবার এবং ছোটদের জন্য ঘুমের সময়।

এই সময়টি শিশুকে নতুন পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে সাহায্য করে, যেখানে তার পাশে থাকে একজন স্নেহময় অভিভাবক। ফলে সে নিজেকে নিরাপদ ও সমর্থিত মনে করে। একই সঙ্গে, এটি আপনাকে ডে-কেয়ারের পরিবেশ ঘনিষ্ঠভাবে জানার, শিক্ষামূলক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার এবং এই যাত্রার সক্রিয় অংশীদার হওয়ার সুযোগ দেয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আপনি কিছু ব্যবহারিক নির্দেশনা এবং আমাদের শিক্ষামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। সময়, নিয়ম এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া আমাদের কাছে একটি যৌথ প্রক্রিয়া— যেখানে পরিবার ও ডে-কেয়ার পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে একসাথে এগিয়ে চলে।

শিক্ষকবৃন্দ

অভিযোজনকালীন সাংগঠনিক নির্দেশনা

- **উপস্থিতির সময়:** প্রথম তিন দিন স্কুলে থাকার সময় সাধারণত সকাল ৯:০০টা থেকে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত, (প্রথম গ্রুপের জন্য সকাল ৮:০০টা থেকে)।
- **চতুর্থ দিন:** এই দিনে অভিভাবক শিশুকে নিয়ে আসবেন এবং শিশুটি স্বস্তি না পাওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সময় অবস্থান করবেন। বিদায় নেওয়ার সময় ও প্রক্রিয়া শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হবে। ছুটির সময় দুপুর ১:০০ টার দিকে নির্ধারিত।
- **অভিভাবকের উপস্থিতি:** চতুর্থ দিন থেকে অভিভাবককে অবশ্যই ফোনে পাওয়া যেতে হবে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়।
- **পোশাক:** শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্য আরামদায়ক পোশাক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে সহজে চলাফেরা, খেলা ও অনুসন্ধান করা যায়।
- **ঘুমের সময়:** প্রথম গ্রুপের শিশুরা ভর্তির প্রথম দিন থেকেই সকালের দিকে ঘুমের অভিজ্ঞতা নিতে পারবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রুপের শিশুদের জন্য ঘুমের বিষয়টি পরবর্তী সময়ে পরিবার এবং শিশুর নিজস্ব সময়ের চাহিদার কথা বিবেচনা করে শুরু করা হবে।
- **রেফারেন্স প্রাপ্তবয়স্ক:** প্রতিবার শিশুর সাথে শুধুমাত্র একজন অভিভাবক থাকতে পারবেন। প্রয়োজনে ব্যক্তি পরিবর্তন হতে পারে, তবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য একই ব্যক্তি থাকা উত্তম।

ডে-কেয়ারে তিন দিন কাটানোর নিয়মাবলী: শিক্ষামূলক আচরণ

- **পূর্ণ উপস্থিতি:** সেখানে শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে উপস্থিত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল ফোন ব্যবহার বা অন্য কোনো দিকে মনোযোগ না দিয়ে বাচ্চার সাথে সময় কাটান।
- **সতর্ক দৃষ্টি রাখা:** শিশুকে হাসিমুখে এবং মনোযোগ দিয়ে দেখলে সে নিরাপদ বোধ করে এবং নতুন পরিবেশে ভয় পায় না।
- **শিশুর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া:** শিশুকে তার নিজের মতো খেলতে দিন। সে কী করতে চায় তা তাকেই ঠিক করতে দিন, আপনি শুধু পাশে থেকে সাহায্য করুন কিন্তু তাকে পরিচালনা করবেন না। এতে বাচ্চার আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- **শিক্ষকদের পরামর্শ মেনে চলা:** স্কুলের নিয়ম এবং শিক্ষকদের নির্দেশনা মেনে চললে পরিবেশ শান্ত ও সুন্দর থাকে, যা সবার জন্য মঙ্গলজনক।
- **সহায়তা করুন, প্রতিস্থাপন নয়:** বাচ্চার পাশে থাকুন কিন্তু তাকে নিজের কাজ নিজে করার সুযোগ দিন। সে নিজে যা করতে পারে, তা তাকেই করতে দিন।
- **আবেগগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া:** বাচ্চার মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন। তার আবেগকে অবহেলা করবেন না, আবার খুব বেশি অস্থিরও হবেন না। তার অনুভূতির নাম দিন, এতে সে নিজেকে বুঝতে শিখবে।
- **সময়ের গুরুত্ব:** মনে রাখবেন প্রতিটি শিশুর মানিয়ে নিতে আলাদা সময় লাগে। খাবার, ঘুম বা বিদায়ের ক্ষেত্রে তাকে জোর করা থেকে বিরত থাকুন।